14

তারিখ ... JUL 27 1998 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

ইনকিলাব ঃ গতকাল দুপুরের পর বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মিছিল নিয়ে গেলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এক পর্যায়ে লাঠিচার্জ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। ছবিতে পুলিশের এ্যাকশনের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে

৭ জন হাসপাতালে ভর্তি

ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ গতকাল (সোমবার) দুপুরের পর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীদের সাথে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। এ সময় পুলিশ উপর্যুপরি লাঠিচার্জ করলে কমপক্ষে ২০ জন ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী আহত হয়। এদের মধ্যে আশংকাজনক অবস্থায় ৭ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বেলা দেড়টায় প্রায় শতাধিক কর্মীর একটি মিছিল প্রেস ক্লাবের সামনে দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি পেশের উদ্দেশ্যে এগুতে থাকে। এ সময় পুলিশ তাদের বাধা

শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

ছাত্র ইউনিয়নের মিছিল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেয়। পুলিশ তাদের অনুরোধ জানায়, যে কোন দু'জন গিয়ে স্মারকলিপি দিয়ে আসার জন্য। কিন্তু ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়েই এগুতে চেষ্টা করে। পুলিশ মিছিল ঠেকাতে বাধ্য হয়েই লাঠিচার্জ শুরু করে। সাথে সাথে শুরু হয়ে যায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। ছাত্ররা রাস্তার উপর গাড়ী ভাঙচুর শুরু করে। একদিকে পুলিশের লাঠিচার্জ অপরদিকে ছাত্রদের হামলায় কিছুক্ষণের জন্য গোটা এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ভাঙচুরের হাত থেকে রক্ষা পেতে গাড়ীঘোরা দিকবিদিক ছুটতে থাকে। প্রায় আধ ঘণ্টাব্যাপী ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ চলে। পরবর্তীতে জাহিদুল হক রুবেল (২৫), শাহীন (২৬), মাহাবুব (২৪), কমল (২২), জয় (২০), ফয়েজ (২৩) ও ফরহাদ (২৫)-কে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি।

ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলে পুলিশী হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে গতকাল বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পুলিশী বর্বরতার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে দায়ী পুলিশ কর্মকর্তাদের কঠোর শাস্তি দাবী করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান খান ও সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ক্ষেতমজুর সমিতির সভাপতি জিয়াদ আল মাসুম ও সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন খান এবং কৃষক সমিতির সভাপতি ছয়ের উদ্দিন আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান পৃথক পৃথক বিবৃতিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতা প্রোটন কুমার দাশগুপ্তের ঘাতকদের অবিলম্বে গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়ে বলেছেন, ক্ষমতাসীনদের আশ্রয়প্রাপ্ত হবিগঞ্জের কুখ্যাত সন্ত্রাসী প্রতারক দল কর্তৃক প্রোটন হত্যাকাণ্ডের ঘাতকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বরং সরকারের পুলিশ প্রশাসন এই হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রার্থীদের ওপর হামলা চালিয়ে দেশে আইন-শৃংখলা ও ন্যায়বিচারের মূলে এক চরম কুঠারাঘাত করেছে।